পর পর পাঁচ বছর: ২০২২ সালে সবচেয়ে বেশিবার ইন্টারনেট বন্ধ রাখায় দোষী ভারত

২০২২ সালে, ৩৫ এর বেশি দেশে শাসকগোষ্ঠী কমপক্ষে ১৮৭ বার ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করেছে। ভারত কমপক্ষে ৮৪ বার ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করেছে — বিশ্বের মধ্যে পর পর পাঁচ বছর সবচেয়ে বেশিবার ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা এক দেশ।

লঞ্চিং টুডে, ২৮ ফেব্রুয়ারি, অ্যাক্সেস নাও এবং #KeepItOn কোয়ালিশনের নতুন রিপোর্ট, উইপন্স অফ কন্ট্রোল, শিল্ডস অফ ইমপিউনিটি: ইন্টারনেট শাটডাউন ইন ২০২২, মানবাধিকারের জন্য সর্বনাশা এক বছরের ব্যবধানে বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে ভারতে ইন্টারনেট বন্ধ করার হিড়িকের কথা প্রকাশ করেছে। সম্পূর্ণ রিপোর্ট, গ্লোবাল স্ন্যাপশট, এবং এশিয়া প্যাসিফিক ডীপ ডাইভ পড়ুন।

অ্যাক্সেস নাওতে **#KeepItOn** ক্যাম্পেইনের ম্যানেজার ফেলিসিয়া আন্তোনিও বলেছেন, "সরকার ইন্টারনেট শাটডাউনকে শাসনব্যবস্থার হাতিয়ার এবং দায়মুক্তির ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে"। "২০২২ সালে, জম্মু এবং কাশ্মীরে টার্গেটেড ব্লকিং থেকে শুরু করে, জনগণের প্রতিরোধকে দমন করার জন্য আকস্মিক শাটডাউনের ঘটনা, ভারতের শাসকগোষ্ঠী ভারতের অনলাইন জগতের উপর আরো নিয়ন্ত্রণ পেতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিল। কিন্তু, ধীরে ধীরে, তারা বুঝতে পারে যে গোটা বিশ্ব তাদের দেখছে, আর মানুষ রুখে দাঁড়াচ্ছে।"

২০২২ সালে, অনলাইন ক্ষেত্রের উপর প্রধানমন্ত্রী মোদির সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরো জোরদার করে, শাসকগোষ্ঠী ভারতে ইন্টারনেট শাটডাউনকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে। মূল তথ্যাবলি:

- মোট সংখ্যা: বিশ্বব্যাপী ৩৫টি দেশ জুড়ে কমপক্ষে ১৮৭ শাটডাউন, এশিয়া প্যাসিফিকে ৭টি দেশে ১০২ শাটডাউন, ভারতে ৮৪ বার পরিষেবায় বাধা;
- পরিসংখ্যান: ২০১৬ সাল থেকে, বিশ্বব্যাপী সমস্ত নথিভুক্ত শাটডাউনগুলোর মধ্যে ভারত প্রায় ৫৮% এর জন্য দায়ী;
- লক্ষ্যবস্তু: জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারিতে তিন দিন ব্যাপী কারফিউ-স্টাইল শাটডাউনের জন্য ১৬টি ব্যাক-টু-ব্যাক অর্ডার সহ কর্তৃপক্ষ জম্মু এবং কাশ্মীরে ৪৯ বার ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করেছিল;
- ট্রিগার: বিভিন্ন অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেমন বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, স্কুলের পরীক্ষা বা নির্বাচনের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময় কর্তৃপক্ষ অ্যাক্সেসে হস্তক্ষেপ করে;
- সাব-টেক্সট: যদিও ঘটনার সংখ্যা ২০২১ সালের তুলনায় কম, তবে কেন্দ্র সরকারের শাটডাউন অর্ডার নথিভুক্ত করা এবং প্রকাশ করার প্রত্যাখ্যান এবং শাটডাউন ট্র্যাক করার প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে এটা স্পষ্ট যে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের সমস্ত ঘটনা নথিভুক্ত নয়;
- প্রবণতা: অনলাইন কন্টেন্ট এবং অ্যাপ্লিকেশন ব্লকিং সেন্সরশিপের নজিরবিহীন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে;

- দায়মুক্তি: সুপ্রিম কোর্টের রায়, এবং বারংবার সংসদীয় সুপারিশ সত্ত্বেও, সরকার শাটডাউনকে সাধারণ করে তুলেছে, এবং ফেডারেল কর্তৃপক্ষ এমনকি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহির জন্য সবচেয়ে সাধারণ প্রক্রিয়াতেও অস্বীকার করেছে; এবং
- ইতিবাচক দিকগুলি: আইনপ্রণেতা, আদালত, শিল্প এবং সুশীল সমাজ জবাবদিহির এবং সরকারের নেতৃত্বাধীন পরিবর্তনের দাবি করছে।

২০২২ সালে, শাসকগোষ্ঠী এশিয়া প্যাসিফিক জুড়ে: আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, ভারত, মায়ানমার, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়।

“গত বছর, ভারত বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশের থেকে ভারত সবচেয়ে বেশিবার ইন্টারনেট শাটডাউন করেছে- ৮৪ বার,” বলেছেন রমন জিত সিং চিমা, অ্যাক্সেস নাওতে সিনিয়র ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল এবং এশিয়া প্যাসিফিক পলিসি ডিরেক্টর। "যা বিশ্বের সর্বোচ্চ গণতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের উপর ৮৪ বার আক্রমণ। জি-২০ তে সভাপতিত্বকারী একটি দেশের জন্য, এবং ২০২৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে, এই ধরণের ব্যাঘাত ভারতের টেক ইকোনমি এবং ডিজিটাল লাইভলিহুড অ্যাম্বিশনের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে করে তুলছে —সত্যি সারা বিশ্বের কাছে এটা লজ্জার।"

সম্পূর্ণ রিপোর্ট, গ্লোবাল স্ন্যাপশট, এবং এশিয়া প্যাসিফিক ডীপ ডাইভ পড়ুন।

Media Contact: press [at] accessnow [dot] org